একদিন ডানামেলা পাখি হবো

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

প্রকাশনায়
পথিক প্রকাশন
[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

একদিন ডানামেলা পাখি হবো
সাইফুল্লাহ্ আল মাহমুদ

প্রকাশক : মো. ইসমাইল হোসেন

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন
১১ ইসলামি টাওয়ার, ৩য় তলা, দোকান নং- ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল: ০১৯৭৩-১৭৫৭১৭, ০১৮৫১-৩১৫৩৯০
www.facebook.com/pothikprokashon
Email: pothikshop@gmail.com

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০২২ ইং

২১ শে বইমেলা পরিবেশক : প্রিতম প্রকাশ

প্রচ্ছদ : সিদ্দিক মামুন

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com
wafilife.com
pothikshop.com
hoqueshop.com
islamicboighor.com
bookriver.com
ruhamashop.com
raiyaanshop.com

মূল্য: ৩৬০/-

নাজরানা

হৃদয়ের দর্পণে যাদের ভালোবাসা এঁকেছি। বাহুডোরে যাদের ভালোবাসা নিয়ে অনেকটা পথ এগিয়েছি; আকাশের ওপারে জান্নাতের রাজ্যে আমি যাদের সাথে আড্ডা দিতে চাই, চা-কপি খেতে চাই। নাজরানা তাদের সবার জন্য।

রাফিক মুহাম্মাদ। চার বছরের ফিলিস্তিনি—আম্মুটা জালিমের হাতে গুলিবিদ্ধ হয়েছিল ইফতারের সময়। এই তো কিছুদিন আগে আমাদের এই নষ্ট পৃথিবী থেকে তাঁর কষ্টগুলো জয় করে ডানামেলা পাখি হয়ে উড়তে চলে গেছে জান্নাতের নীল ভূবনে।

মুখবন্ধ

মাঝে-মাঝে খুব অবাক হয়ে আশপাশের মানুষগুলোকে দেখি। তাদের দেখলে মনে হয় জীবনের কোনো লক্ষ্য নেই। নেই কোনো উদ্দেশ্য। কান-কাটা আর মরা ছাগলের এই দুনিয়া তালাশে তারা হাঁপিয়ে উঠেছে। চোখ ধাঁধানো আলোর এই দুনিয়া আজ তাদের কাছে বড্ড আপন হয়ে উঠেছে। অথচ এই দুনিয়া আমাদের জন্য একটি মুসাফিরখানা। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এবং এই দুনিয়ার সাথে একজন মুসাফির ও পথিকের সাথে তুলনা করেছেন।

যাপিত ও আটপৌরের এ জীবন যে সত্যিকারের জীবন নয়, পরকাল ও আখিরাত বলতে যে একটা কিছু আছে, তা বুঝানোর জন্য বন্ধুর ভূমিকায় আপনার সামনে বসে কিছু কথা বলতে চাচ্ছিলাম। সেই ভূমিকায় আপনার সামনে রাখতে চাচ্ছি— *‘একদিন ডানামেলা পাখি হবো’* বইটি।

বইটির কিছু লিখা সংকলন, কিছু অনুলিখন, কিছু লিখা অবলম্বন। আর কিছু লিখা আমার অন্তরের আরযি। হৃদয়ের সমস্ত দরজাকে খুলে আমি আমার অন্তরের কথাগুলো এখানে বলে গেছি। জানি না কতটুকু পেরেছি, তবুও আল্লাহর দয়ায় চেষ্টা করে গেছি।

আমি চাই, বইটি আপনাকে ভাবতে শেখাক, একটা ঝাঁকুনি দিক, অন্তরে কাঁপুনি দিয়ে আপনাকে পরিবর্তন হতে আগ্রহ করে তুলুক। আপনার জীবনে দ্বীনের বসন্ত এসে যাক। এই বইটি পড়ে যদি আপনি অন্তর থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে পারেন, ধূর, মিছে এই জীবন! এ জীবন নিয়ে অনেক হয়েছে, দুনিয়ার জন্য অনেক কিছু করেছি। জীবনের বহু সময় নষ্ট করেছি। আর নয়, এবার আমাকে ফিরতি পথ ধরতে হবে। তাহলেই আমি ও আমরা স্বার্থক হবো। আল্লাহ আপনার ভাবনার দুয়ারকে খুলে দিয়ে আপনাকে কবুল করুন। আমিন।

পাঠকের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ, বইটি যদি আপনার সামান্য উপকারেও আসে, তাহলে এই বান্দাকে মুনাজাতে স্মরণ রাখবেন। আর এ বইটির ভুলগুলো দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবহিত করবেন। ইনশা আল্লাহ, আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নিবো। বিইযনিল্লাহ।

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ
মীরহাজীরবাগ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

সূচিপত্র

বাকের আল মোহাম্মাদ ৯
জীবনের তো লক্ষ্য আছে..২১
স্বাধীন, সাধারণ জীবন..২৫
লোকে কী বলবে? সেটার দিকে না—আপনার রব কি বলবেন? সেটার দিকে লক্ষ করুন.. ৩৫
গায়ের জামাটা জীর্ণ থাকুক ঈমানটা যেন জীর্ণ না হয়ে যায় ৪১
কাল আবার ভালো হয়ে যাবো ৪৬
Ali Banat (আলি বানাত) ৫৩
খাতিমা বিল খাইর ৫৮
যে মৃত্যু ফজরের সময় হয়েছিল ৬৯
হে পথিক, সুখ এ পথে.. .... ৭৬
আঁধারে হারিয়ে যেও না ৮১
খেয়াপারে বসে থাকা একজন যাত্রী.. ৯০
যে সার্টিফিকেট অর্জন করার চেষ্টা করে যাচ্ছি আমি..........................১০২
গল্পের শেষটা কোথায়? মৃত্যুর বাগানে ১০৫
বিক্রিত এই জীবন.. ১১২
ধূলোমাখা সমাধি ১২০
জীবন যখন থমকে যায় ১৩০
একদিন নীড়ে ফিরো যাবো তুমি এবং আমি ১৩৫
জীবন একটাই, দ্বিতীয়র কোনো সুযোগ নেই ১৩৮
ফ্যান্টাসির এই দুনিয়া ১৪৮
যে ভালোবাসা কখনো ফুরিয়ে যায় না ১৫৬
একদিন ডানা মেলা পাখি হবো..১৬২
গুরাবা ১৭১

বাকের আল মোহাম্মাদ

বাকের আল মোহাম্মাদ। অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক। অল্প বয়স তার। সুদর্শন যুবক। শরীরের অবকাঠামো বেশ সুন্দর। কোনো কিছুর অভাব ছিলো না। দামী গাড়ি, বিলাশবহুল বাড়ি—সবকিছুই তার ছিল। যুবক বয়সেই অনেক টাকার মালিক হয়েছিল সে। জীবনে কোনো কিছুর কমতি ছিলো না। সাজানো-গোছানো সুখের ছকে আঁকা এক ফ্যান্টাসির জীবন। যে জীবনে কষ্টের কোনো চিহ্ন নেই। নেই কোনো দুঃখবোধ। বলা যায়—আকাশছোঁয়া ও দূর্দান্ত এক জীবন। যে জীবন আকাশ ছুঁতে পেরেছিল—বলা যায়।

তারপর হঠাৎ একদিন...। সামান্য অসুস্থ হয়ে পড়েছিল বাকের। ডাক্তার দেখালেন—ডাক্তার যা বলল, তাতে বাকের আল মোহাম্মাদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। চেকআপ ও টেষ্ট করানোর পর জানা গেল, বাকের আল মোহাম্মাদ ব্রেইন ক্যান্সারে আক্রান্ত। সাজানো-গোছানো সুখের ছকে আঁকা এ জীবন মুহুর্তে পাল্টে গেল। বাকের আল মোহাম্মাদকে জানিয়ে দেয়া হলা—সে আর বেশী দিন বাঁচবে না। হয়ত আর অল্প ক'দিন এই গোলক ধাঁধা দুনিয়াকে দেখতে পারবে, এরপরে জীবনের এই অর্থ, স্ট্যাটাস, দামি গাড়ি, বিলাশবহুল বাড়ি ছেড়ে তাঁকে পাড়ি জমাতে হবে ওপারে। না ফেরার দেশে।

ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার পর সে উপলব্ধি করল—এ জীবন আসলে আমার নয়। এ জীবন আল্লাহর। জীবনের সবকিছুর মালিক আল্লাহ। সে আরো বুঝতে পারলো, সামান্য এই ক্যান্সারের কাছে সে কতটা অসহায়। বন্দি। আজ তার টাকা-পয়সা সব আছে, কিন্তু এই টাকা-পয়সা তাকে দুনিয়াতে বাঁচিয়ে রাখতে পারছে না। সে আরো বুঝতে পারছিল, আমার দামি-দামি ব্যবসা আর বিলাশবহুল জীবন এগুলো ছেড়ে অচিরেই চলে যেতে হবে। সাথে করে সে কোনো কিছুই নিয়ে যেতে পারবে না। জাষ্ট তার একাই যেতে হবে। একেবারে একা। কারণ, কাফনের কাপড়ের যে কোনো পকেট নেই। নেই কোনো টাকা রাখার ব্যবস্থা। মাটির বিছানা, বাঁশের বেড়া এবং তিন টুকরো কাপড়ই হবে দুনিয়ার সামানা। এতটুকুই মৃত ব্যক্তির জন্য দামি সামানা। এর বেশী সে পাওয়ার যোগ্য না।

ক্যান্সার ছিলো বাকেরের জীবনে আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াতের কারণ এবং উপলক্ষ। ক্যান্সার-ই তাকে আল্লাহর রাস্তায় টেনে নিয়ে আসল। সে ধীরে-ধীরে আল্লাহকে জানার চেষ্টা করতে থাকলো। আল্লাহর দেয়া প্রতিটি নিঃশ্বাসকে সে গুরুত্ব দিতে লাগল। প্রতিটি নিঃশ্বাসকে সে নিয়ামাহ মনে করে দুনিয়ার বাকি জীবনটাকে গনিমত মনে করে আমূল পাল্টে গেল।

ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার পর বাকেরের শরীরের অবকাঠামো একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে। শরীরের মাংসপিন্ডগুলো সব শুকিয়ে যায়। বাকের বুঝতে পেরেছিল—এই শরীর, মাত্র এক ফোঁটা পানির নাম। সামান্য ক্যান্সারের কারণে সেই সব দূর্দান্ত জীবন বিনষ্ট হয়ে গেল। চলাফেরা ধীরে-ধীরে বন্ধ হয়ে গেল। হসপিটালের বেডে খাওয়া-দাওয়াসহ সবকিছু করতে হয়েছে তাকে।

হতে পারে আল্লাহ তাআলা বাকেরকে এই কষ্ট দেওয়ার মাধ্যমে পূর্বের সকল পাপ মুছে দিয়েছেন। ঝরা পাতার মত ঝরিয়ে দিবেন আগের সব অন্যায়। সব পাপ। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> “যে কোনো মুসলিমের কোনো কষ্ট পৌঁছে, কাঁটা লাগে বা তার চেয়েও কঠিন কষ্ট হয়; আল্লাহ তাআলা এর কারণে তাঁর পাপসমূহ মোচন করে দেন, এবং তার পাপসমূহকে এভাবে ঝরিয়ে দেওয়া হয়; যেভাবে গাছ তার পাতা ঝরিয়ে দেয়।”[১]

বাকের আল মোহাম্মাদ তার জীবনের সব সম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় সাদাকাহ করে দিলেন। কোনো কিছুই তার কাছে বাকি ছিল না। হাসপাতালের বেডে শুয়ে-শুয়ে ইশারা করে জামাতের সাথে সালাত আদায় করতেন। মৃত্যুর আগে তার কাছে কিছু টাকা ছিল। অর্থহীন দুনিয়া থেকে বিদায়ের আগে সেই টাকাগুলোকে অস্ট্রেলিয়ান দাঈ মোহাম্মাদ হোবলসকে দিয়ে বলেন—শাইখ, আপনি আমার এই টাকাগুলো মানুষের মাঝে সাদাকাহ করে দিবেন।

অতঃপর এক রাত্রিবেলা বাকের আল মোহাম্মাদ ঘুমের কোলে হারিয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি সেই ঘুম থেকে আর জাগেননি। আকাশে সকালের সুর্য আবার ঠিকই উঠলো, কিন্তু বাকেরের জীবনে সূর্য আর উদিত হয়নি। বাকের আল মোহাম্মাদ এই নশ্বর দুনিয়া ছেড়ে পাড়ি জমান ওপারে। মৃত্যুর সময় তিনি হাসতে-হাসতে মারা যান। মোহাম্মাদ হোবলস বলেন—ওয়াল্লাহি, আমি বাকেরের মৃত্যু খুব কাছ থেকে দেখেছি। এত সুন্দর মৃত্যু আর কোনোদিন দেখিনি। মৃত্যুর পর কবরে দাফনের পর

[১] আস সহিহ, ইমাম বুখারি: ৫৬৪৮; আস সহিহ, ইমাম মুসলিম: ২৫৭১।

অস্ট্রেলিয়ান দাঈ মোহাম্মাদ হোবলস তাঁর কবরের শিয়রে দাঁড়িয়ে আগত লোকদের উদ্দেশ্যে একটি বক্তব্য রাখেন। যে বক্তব্যের সারমর্ম হলো এই—

আপনারা উনাকে আমার থেকে ভালো চিনবেন। আমি বলবো না যে, আমি ওনাকে খুব বেশী ভালোভাবে চিনতাম, আমি জাস্ট এতটুকুই জানি যে, যখন আমি ওনাকে দেখতে এসেছি, ওনার মুখে অন্যরকম একটি হাসি দেখতে পেয়েছি। ওনি মৃত্যুর সময় খুব হাসছিলেন। হাসির ঝিলিকগুলো তার মুখে ঝিকমিক করছিল।

আজকে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে উনার জন্য দুঃখ অনুভব করছি। কষ্ট পাচ্ছি। ওয়াল্লাহি, আজকে উনার জন্য আমাদের দুঃখিত হবার কোনো প্রয়োজন নেই। আলহামদুলিল্লাহ! এ বাকের আল মোহাম্মাদ অত্যন্ত সম্মানজনক মৃত্যু পেয়েছেন। উনি মারা গেছেন, তাই এখন আমি উনার প্রশংসা করতেই পারি। জীবিত থাকাকালে হয়ত আমি উনার প্রশংসা করতে চাইনি।

আমার ভাইয়েরা, আমাদের কবরস্থানে আসা উচিত। আমাদের নিজেদের বুঝা এবং দেখা ও উপলব্ধি করা উচিত। আমাদের নিজেদের উপকার ও পরিবর্তনের জন্য প্রতিদিন কবরস্থানে আসা উচিত। এই যে কবর। সাড়ে তিন হাত মাত্র একটি জায়গা। এখানে আমাদের সাথে অনেক স্বজনরা আসবে, কিন্তু আমাকে রেখে সবাই এক-এক করে চলে যাবে। নির্জনে এই জায়গায় আমাকে থাকতে হবে জনম-জনম। কত খুশির রাত আসবে, সবাই দুনিয়ার আনন্দে মেতে উঠবে, কিন্তু আমাদের তখন এই কবরে একাকী থাকতে হবে। বছর পেরিয়ে ঈদ আসবে, বাঁকা চাঁদের হাসিতে পৃথিবীর সবাই আনন্দে নেচে উঠবে—শুধু কবরবাসী ছাড়া। ঈদের দিন তো উনাদের কষ্টের দিন।

আমরা এখন কবরের ভিতরে দেখছি, আর ভাবছি, বেচারা ক্যান্সারে মারা গেছে। এই ক্যান্সার আসলে বাকেরের জন্য সৌভাগ্য ছিল। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার সময় উনার হাতে ছিল। উনি মারা যাবার আগের দিন আমি উনার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। বাকের আল মোহাম্মাদ আমাকে বলেছিলেন—(ক্যান্সার আমার জীবনের জন্য রহমত এবং হেদায়েতস্বরূপ) ক্যান্সার হবার কিছুদিন আগে উনি উনার বিশাল বাড়িটি ছেড়ে দেন। উনার মন সাঁয় দিচ্ছিল না বাড়িটি রাখার জন্য। আর আমরা! যত দিন যাচ্ছে ততবেশী সুদ-ইন্টারেস্টে ডুবে চলেছি। বিভিন্নভাবে সুদে জড়িয়ে আছি। আমাদের প্রতিটি কাজে সুদ। আমাদের পোষাকগুলো পর্যন্ত সুদ বা রিবার পোষাক। অথচ সুদ অনেক পাপ। এটি এমন একটি পাপ, যা একেবারে স্বয়ং আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করার মত। আমরা আঠারো ফুট একটি জায়গার জন্য মহান আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করে চলছি। অথচ এই যে

সমাধি! এটা নিয়ে আমাদের কোনো ভাবনা নেই, মাথা ব্যথা নেই। অথচ এই কবর-ই হলো আমাদের শেষ বাসস্থান।

এই জীবন আসলে কী? এই ক্যারিয়ার আর পার্থিব জীবন থেকে আমরা কী নিয়ে যাবো কবরে? এসব নিয়ে আমরা কখনো ভেবে দেখেছি? নির্জনে কখনো ভেবেছি?

বাকের আল মোহাম্মাদ। ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় পড়ে যাবার পরেও প্রতি ওয়াক্ত সালাত জামাতের সাথে আদায় করেছিলেন। কখনো তিনি তার রবকে ভুলে যাননি। সালাত আদায় করতে তার কত কষ্ট হয়েছিল, তবুও এক ওয়াক্ত সালাত তিনি ছেড়ে দেননি। আর আমরা হলে অসুস্থতার দোহাই দিয়ে সালাতকে এড়িয়ে চলতাম। বলতাম, বাদ দিন তো ভাই, বিছানা থেকেই তো উঠতে পারছি না। সালাত পড়বো কীভাবে?

আমরা তরুণ, সুস্থ। আমাদের চলাফেরা করার জন্য গাড়িসহ কত ব্যবস্থা রয়েছে। তারপরেও আমরা সালাত আদায় করি না। রবের ডাকে সাড়া দেই না, অথচ তিনি প্রতিদিন আমাদের পাঁচবার ডাকেন, কত দরদ আর আবেগ দিয়ে ডাকেন। তবুও আমরা মুখ ফিরিয়ে চলছি। উনি ডাকেন হিদায়াতের দিকে, আর আমরা ছুটে চলছি ভ্রষ্টতার দিকে। উনি ডাকেন তাঁর কাছে যেতে, আর আমরা চলে যাচ্ছি তাঁর রহমত থেকে দূর বহুদুরে। উনি ডাকছেন আমাদের তাঁর কল্যাণের দিকে, আর আমরা ছুটে চলছি অকল্যাণ আর পাপাচারের দিকে।

ওয়াল্লাহি, বাকেরের জন্য আমাদের কোনো টেনশন করার প্রয়োজন নেই। আমাদের উচিত; নিজেদের জন্য চিন্তা-ভাবনা করা। নিজের ঈমান-আমল, তাকওয়াকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করা।

ওয়াল্লাহি, বাকের আল মোহাম্মাদ শেষ বিদায়ের আগে আমাকে এই টাকাগুলো দিয়েছেন, এবং বলেছেন, আমি যেন উনার হয়ে এই টাকাগুলো দান করে দেই। বাকের আল মোহাম্মাদ মৃত্যুর সময় একটি টাকাও রেখে মারা যাননি। সব টাকাই আল্লাহর রাস্তায় দান করে গেছেন। আর পক্ষান্তরে আমরা আমাদের ধন-সম্পদকে যেন আঁকড়ে ধরতে চাই।

ওয়াল্লাহি, আমি অনেক মৃতকে গোসল করিয়েছি, বাকের আল মোহাম্মাদের মত এত শান্ত আর প্রশান্তি কোনো লাশে পাইনি। পুরোটা সময় মনে হয়েছে, উনি যেন হাসছেন। আমার মনে হচ্ছে—আমি তাকে বলি, ভাই বাকের, তুমি কোথায় আছো? বলো! আমিও তোমার সাথে সেখানে যেতে চাই। তুমি যেসব চিত্র দেখছো,

আমিও সেগুলো দেখতে চাই। তাই আমার মনে হচ্ছে—উনার জন্য দুঃখিত হবার কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের উচিত আমাদের নিজেদের জন্য শঙ্কিত হওয়া। আমরা আমাদের জীবনকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি। এসব নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা।

আহমাদ নামের আমার এক বন্ধু লেবাননে গিয়েছেন। সেখানে গিয়ে তিনি তার পরিবারকে এখানে এনেছেন। আহারে! দু'দিন আগে আহমাদের ছয় বছরের শিশুটি মারা গেছে। ছোট্ট শিশুটিকে আহমাদ অনেক ভালোবাসত। ছয় বছরের শিশু, আল্লাহর হুকুমে তার কোনো আযাব নেই। হতে পারে এই ছোট্ট-শিশু জান্নাতের ডানামেলা পাখি হবে। বাকের আল মোহাম্মাদ আমাদের এখানে উপস্থিত সবার চেয়ে ছোট হবে হয়ত। সে আজ আমাদের কাছে নেই। আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন ওপারে। আল্লাহ বাকেরকে তাঁর দয়াতে আগলে রাখুন। ওপারের জীবনটায় আল্লাহ তাকে সুখ দান করুন। আমিন।

গতকাল আমার এক চাচা আল্লাহর হুকুমে মারা গেলেন। আমরা বুঝতে পারি না যে, কতটা ক্ষণস্থায়ী আমাদের এই দুনিয়া। এই যে, হৃদপিন্ডের হার্টবিটের নাম হলো আমাদের জীবন। একটু বন্ধ হলেই জীবনের অধ্যায় খতম। শেষ হয়ে যায় সবকিছু। আপনি হয়ত ভাবছেন—আমি কড়া করে বলছি। আপনি হয়ত ভাবছেন—আমি কঠোর মনের মানুষ। শুনুন, আপনার প্রিয়তম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেছেন—'এই দুনিয়াতে মুসাফির বা আগন্তুকের মত জীবন যাপন করো।'

হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহুকে বলতেন,

> "প্রকৃত মুমিন দুনিয়ার জীবনে নিজেকে পরদেশি মুসাফির মনে করে। তাই সে সম্মান পাওয়ার জন্য মানুষের পিছনে-পিছনে ঘুরে বেড়ায় না। আবার কেউ তাকে অযথা অপদস্থ করলেও লজ্জিত হয় না। বিচলিত বোধ করে না। কারণ, সে জানে, দুনিয়া চূড়ান্ত সম্মান কিংবা চূড়ান্ত অপদস্থতার জায়গা নয়।"[২]

এই যে এই জীবন, যাকে আমরা এত ভালোবাসি। জেতার জন্য প্রতিযোগিতা করি। একে-অপরকে হত্যা করি। পার্থিব বিষয় নিয়ে আপনজনেরা কোন্দল শুরু করে দেই। যে দুনিয়া কানকাটা মরা ছাগলের সাথে তুলনা দেয়া হয়েছে, তাকে নিয়ে বাবা-ছেলের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ শুরু করে দেই। অথচ নিজের বাবা! নিজের ভাই! তবুও আমরা এমনটা করি দুনিয়ার জন্য। বিশ্বাস করুন, নবিজি এই দুনিয়াকে

[২] রবিউল আবরার: ১/৮৫।

তুলনা করেছেন পথিকের সাথে, গাছের নিচে বসা কোনো এক মুসাফিরের সাথে। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমি একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ছিলাম। তিনি কবুতরের বাসার মতো ছোট একটি ঘরে খেজুর পাতার পাটি বিছিয়ে শুয়ে ছিলেন। তাঁর কোমল দেহে শক্ত পাটির দাগ বসে গিয়েছিল। আমি সেই দগদগে দাগে আলতো করে হাত বুলাচ্ছিলাম আর কাঁদছিলাম। তিনি আমার কান্নার শব্দ পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আবদুল্লাহ, তুমি কাঁদছো কেন?'

আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনার এই দুরাবস্থা দেখে আমার শুধু কায়সার-কিসরার কথা মনে পড়ছে। তারা রেশমের ও মখমলের দামি বিছানায় শয়ন করে। আর আপনি সামান্য খেজুর পাতার চাটাইয়ে শুয়ে আরাম করেন! আপনি কি লক্ষ করেছেন, আপনার গায়ে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে। উত্তরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

> "কেঁদো না। তুমি কি এটা জেনে প্রীত হবে না যে, দুনিয়ার সুখ তাদের জন্য; আর আখিরাতের সুখ একান্তই আমাদের জন্য? আমার এবং দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হলো ওই পথিকের মত, যে গ্রীষ্মের ভরদুপুরে গরমের তীব্রতা থেকে বাঁচতে গাছের ছায়ায় একটু জিরিয়ে নেয়। এরপর গরমের তীব্রতা কমে এলে গাছটিকে পেছনে ফেলে সামনে চলে যায়।"[৩]

আন্তর্জাতিক বিমানে যারা চড়েছেন, তারা বলতে পারবেন, আপনার বিমানটি ট্রানজিড বা যাত্রাবিরতি হয়েছিল আবুদাবি বা দুবাইতে। সেখানে দু'টি বিমানযাত্রার মাঝে হয়ত কিছু সময় আপনি কাটিয়েছেন। কখনো কি এই চিন্তা করেছেন—মাত্র কয়েক ঘন্টা হাতে আছে। যাই। এখানে একটা ঘর বাঁধি। বা একটা সংসার পাতি। বা একটা লাভজনক ব্যবসা শুরু দেই। আমরা এভাবে চিন্তা করি না। কারণ, আমাদের হৃদয় দুবাই এয়ারপোর্টে নয়, আমরা তো চিন্তা করছি আমাদের গন্তব্যের কথা।

আপনি জানেন আপনাকে চলে যেতে হবে। আপনার ফ্লাইট একটু পরেই চলে যাবে। তাই আপনাকে অমুক গেইটে যেতে হবে।

এই দুনিয়াও তো আন্তর্জাতিক ট্রানজিট বা যাত্রাবিরতির মত। দুনিয়া তো কেবল একটি মোহ। একটি মায়া। আপনি এখান থেকে কী নিয়ে যাবেন! বাকের আল মোহাম্মাদ কী নিয়ে গিয়েছে এখান থেকে?

[৩] মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ১০/৩২৬। সনদ: সহিহ।

আমি উনাকে গোসল দিয়েছি। কাফন পড়িয়েছি। আমি জানি উনি নগ্ন ছিলেন। কোনো এ্যাপার্টমেন্ট, আলিশান বাড়ি, সুন্দর-সুন্দর জিনিষপত্র কিছুই ছিলো না তার কাছে। গোসল শেষে মাত্র তিন টুকরো কাপড় পরিধান করিয়েছি।

আল্লাহর দোহাই, আমার ভাইয়েরা শুনুন, আপনার জন্য, কেবল আপনার ভালোর জন্য বলছি। আপনার হৃদয়কে নাড়া দিন। উন্মুক্ত করুন হৃদয়ের দরজা। হৃদয়ের দরজাগুলো ধাক্কা দিন। জাস্ট চিন্তা করুন, জীবনের উদ্দেশ্য কী? কেন আপনাকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে? কী করার জন্য? যদি ইবাদাত করার জন্য না পাঠানো হয়ে থাকে, তাহলে কিসের জন্য পাঠানো হয়েছে? আপনার তো মরতে হবে তাই না? কবরে নিজেকে কীভাবে বাঁচাবেন? কেউ কি আপনার সাথে যাবে? ওয়াল্লাহি, না, কেউ যাবে না। আপনার মৃত্যুর পরে কোনো আপন মানুষ কখনো কি বলবে যে, ওকে মাটি দিয়ে না। না, এ কথাটি কেউ বলবে না। বরং কেউ যাবে বাজারে, আপনার জন্য কাফনের কাপড় নিয়ে আসার জন্য। আরেক দল কবর খনন করায় ব্যস্ত হয়ে পড়বে। একদল যাবে মাইকে এলান করার জন্য। আরেক দল যাবে পানি গরম করার জন্য। আরেক দল যাবে বাঁশ কাটার জন্য। তারপর আপনাকে গোসল করিয়ে সাজিয়ে কাপনের প্যাকেট বানিয়ে কবরে রেখে আসবে। কেউ আপনার সাথে যাবে না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> “তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তিকে অনুসরণ করে থাকে, দু’টো ফিরে আসে, আর একটি তার সাথে চলে যায়। তিনটি হলো—তার পরিবারবর্গ, তার সম্পদ এবং তার আমল। সমাধিস্থ করার পূর্বে তার পরিবারবর্গ এবং তার সম্পদ ফিরে আসে, আর তার আমল তার সাথে থেকে যায়।”[৪]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

> “মুমিনের মৃত্যুর পর তার যে আমল ও নেককাজগুলো তার সাথে মিলিত হয় সেগুলো হলো—যে ইলম সে অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে এবং প্রচার-প্রসার করেছে। যে নেককার সন্তান সে পৃথিবীতে রেখে গেছে, কুরআনের যে ভলিয়ম সে উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গেছে, যে মসজিদ নির্মাণ করেছে, মুসাফিরদের জন্য যে সরাইখানা নির্মাণ করেছে, নহর খনন করে সেখানে পানির ব্যবস্থা করেছে এবং সুস্থ থাকা অবস্থায়

[৪] আস সহিহ, ইমাম বুখারি: ৬০৭০।

নিজের সম্পদ থেকে যে অর্থগুলো সাদাকাহ করেছে। মৃত্যুর পর এগুলো মাইয়্যেতের (উপকারী) সাথি হবে।”[৫]

এই যে, এখন আমরা আমাদের ভাই বাকেরকে দাফন করতে এসেছি। আমি শতভাগ নিশ্চিত, আগামী এক ঘন্টার মধ্যে আমরা সবাই ফেরত চলে যাবো। আমরা কবরে কিছু মাটি ফেলবো। একটুখানি কাঁদবো। ফের আমরা আমাদের নিজ-নিজ জীবিকার কাজে ব্যস্ত হয়ে যাবো। কী থেকে যাবে জানেন! উনার আমল বা কাজ। উনি যদি সালাত আদায় করে থাকেন, দান-সাদাকাহ করে থাকেন, তার প্রতিদান উনি এখানে দেখতে পাবেন। ইন শা আল্লাহ।

ওয়াল্লাহি, তিনি যদি তার রবের সাথে অবহেলা করে থাকেন, আল্লাহকে যদি ঠকিয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই অবশ্যই এর প্রতিদানও সে দেখতে পাবেন।

এই যে কবর! হয়ত এটি জান্নাতের ছোট্ট একটি টুকরো হবে, নয়তো বিশাল জাহান্নামের জ্বলন্ত গহ্বর। কি বানাতে চান আপনি আপনার কবরকে! সেটা আপনার হাতেই। তা আপনাকেই ঠিক করতে হবে।

তা-ই ঠিক আজকে, এই মুহূর্ত থেকে নিজে বদলে ফেলুন। আজই ঘুরে দাঁড়ান। বাকেরের মৃত্যু এবং আমার এখানে আসা, এগুলো সব আমাকে নাড়া দিয়েছে। আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। আমি এতটুকু বলতে পারি—আমি আমার জীবনে এর থেকে আর কোনো ভালো মৃত্যু দেখিনি। আমি উনার জন্য চিন্তিত না। আমি তো আমাকে নিয়ে শঙ্কিত ও চিন্তিত হয়ে আছি। আমি তো চিন্তিত আমাকে ঘিরে রাখা এখানকার শ’খানেক মানুষকে নিয়ে। আপনারা হয়ত কিছু সময় অনুতপ্ত হবেন, এরপরে ভুলে যাবেন সবকিছু।

প্রিয় ভাই, আপনাদেরকে আবারো বলছি, আজকের এই মুহুর্তটি হোক আপনার ঘুরে দাঁড়ানোর প্রেরণা। আপনারা কেন অনুভব করছেন না, প্রতিটি জীবন মৃত্যুর স্বাদ নিবেই-নিবে। এমনকি আমাদের নবিজিরও এ স্বাদ গ্রহণ করতে হয়েছে। তাহলে আমরা কীভাবে ভাবছি—আমরা আলাদা, আমরা খুব সহজে পার পেয়ে যাবো? এ বিষয়টা হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করুন। বুঝুন। ভাবুন। পরিবর্তন হোন। তাওবা করুন। আপনার প্রভুর কাছে ফিরে আসুন। আর কতদিন এভাবে চলবেন, রাত পেরিয়ে ভোর হচ্ছে, ভোর পেরিয়ে ভরদুপুর। দুপুর পেরিয়ে ঘনিয়ে আসছে সন্ধ্যা। এভাবেই তো আপনার জীবন চলে যাচ্ছে। আপনি কি টের পাচ্ছেন না। নাকি পেয়েও আঁধারে ডুবে আছেন?

---

[৫] আস সুনান, ইবনু মাজাহ: ২৩৮।

আপনার চাকরি আপনাকে অল্প ক'টা টাকা দেয়, এজন্য আপনি আপনার চাকরির প্রতি কী যত্নবান হয়ে আছেন! আপনার বসের কথা একটুও এদিক-সেদিক করেন না। কারো ইবাদাহ করার মানে হলো তার বাধ্য হওয়া। তার কথা গুরুত্বসহকারে পালন করা।

আজকাল আমরা তো ইবাদাহ করি আমাদের বসের। আমাদের সামাজিকতার। আমাদের সন্তানদের। আমরা এসব বিষয়ে যতটা গুরুত্ব দেই, ততটা গুরুত্ব আমাদের রবের জন্য দেই না। আপনার বস আপনাকে কাল ৬টায় অফিসে আসতে বললে আপনি ৫:৫০ মিনিটে সেখানে চলে যান, কারণ আপনার বসকে দেখাতে চান যে, আপনি অন্যদের থেকে একটু ভিন্ন এবং আলাদা। কিন্তু আল্লাহ যখন ফজরের সালাতের জন্য মসজিদে যেতে বলেন, তখন আপনি মুখ বাঁকা করে বলে উঠেন—ধুর, আসলেই! ইশ, মাত্র ঘুমটা আসল। এই ভোরবেলা রেডি হয়ে মসজিদে যাবো? পাগল হইছি নাকি? (নাউযুবিল্লাহ)

আহারে, আপনার চাকরি আপনাকে সামান্য ক'টা টাকা দেয়। সে কারণে ঘন্টার পর ঘন্টা জ্যাম সহ্য করে অফিসে যান। বিভিন্ন মিটিংয়ে যোগদান করেন, আর যে আল্লাহ আপনাকে তৈরি করেছেন, লালন-পালন করেছেন, আপনার জীবনের যত আশির্বাদ সবই তো তাঁর দেওয়া। আপনার হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন তাঁর অবদান। আপনার প্রতিটি নিঃশ্বাস তাঁর দেওয়া আশির্বাদ।

এমনি আপনি যখন পাপ করতে থাকেন, তখন আল্লাহ হৃদপিন্ডকে বলেন, তুমি থেমো না, আমি তার বিষয়টা দেখছি। তুমি তোমার মত কাজ করে যাও।

আপনার জীবনে না আছে সালাত, না আছে সিয়াম, না আছে কুরআন। আহারে, কী করছি আমরা! আমাদের শরীর, রক্ত-মাংস সবই তো হারামের।

অথচ অল্প কিছু টাকার জন্য বসের আদেশে গাধার মত পরিশ্রম করছেন। দুঃখিত আমার ভাষার জন্য। আচ্ছা বলুন তো! আপনি যদি সালাত পড়েন বা না পড়েন, তাহলে কী হবে আল্লাহর? আল্লাহ কি তার জন্য আপনাকে সালাত আদায় করতে বলেছেন? না। তিনি আপনাকে ভালোবাসেন। আপনার ভালোর জন্যই তিনি বলেন, হে আমার আবদ, সালাত আদায় করো। যাতে তুমি সফল হতে পার।

আপনার তাঁকে সবখানে প্রয়োজন আছে। সব জায়গায় জরুরত আছে। কিন্তু আপনাকে তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই। কোনো জরুরত নেই। বিন্দু পরিমানও আপনার রব আপনার প্রতি মুখাপেক্ষী না, আপনিই তার প্রতি সবসময় মুখাপেক্ষী।

আমরা এই দুনিয়াকে ভালোবাসি। এই দুনিয়া নিয়ে আমরা বেশী প্রতিযোগিতা করি। আমরা এই দুনিয়া নিয়ে এতই ভাবাপন্ন হয়ে যাই যে, যেন এই দুনিয়াই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। আপনি ঘুম থেকে উঠেন এই দুনিয়া নিয়ে ভাবতে ভাবতে। আপনি ঘুমোতে যান দুনিয়ার ব্যাপারে চিন্তা করতে করতে। আপনার চিন্তা-দুশ্চিন্তা, আপনার উৎসাহ-আগ্রহ সবকিছুই এই দুনিয়াকে ঘিরে।

আমার বাড়ি, আমার গাড়ি, আমার সামাজিকতা, আমার সম্মান, ইজ্জত-আব্রু, আমার স্ত্রী, আমার সন্তান, খালি আমার, আমার। সবকিছুই খালি আমি আর আমি। আপনি সুখ খুঁজছেন, সুখ তালাশ করছেন, আপনি জানেন! সুখ কি? সুখ নিয়ে ভাই বাকের আল মোহাম্মাদ আমাকে বলেছেন—আপনি কতটুকু পাবেন, সেটা সুখ না। আপনার কতটুকু আছে, সেটা সুখ না। আপনি কতটুকু ছাড়া বাঁচতে পারবেন, সেটাই হচ্ছে সুখ। আপনি হয়ত আলিশান বাড়িতে আছেন, এয়ার কন্ডিশন রুমে ঘুমান, তবুও ঘুমের আগে ঘুমের ওষুধ খেতে হয়। এটা কখনো সুখ হতে পারে না।

কী হবে শরীরে ইনজেকশন নিয়ে, জিমে গিয়ে শরীরকে পেশিবহুল শক্তি বানিয়ে; যদি না আপনি ফজরের সময় ঘুম থেকে না জাগতে পারেন। সারাদিন নিজের জন্য খাঁটুনি করেন ঠিকই, আল্লাহর জন্য একটু করতে গেলে তখন আপনার গায়ে লেগে যায়। সময় হয় না। আরো কত কি! আপনি তো দুনিয়া, দুনিয়া করতে করতে এই শরীরকে জাহান্নামের খাদ্য বানিয়ে ফেলছেন। আহারে, একটু ভাবুন। ফজরের সময় ঘুম থেকে জাগ্রত হোন। আধো-আধো আলোতে মসজিদে যান, আল্লাহর রহমত গায়ে মেখে আসুন। এরপরে সারাদিন নিজের কাজটুকু করুন। এতে আপনার কাজে বারাকাহ আসবে। আপনি জান্নাতিও হতে পারবেন। প্রতিদিন যদি ফজরের সালাত আদায়ের মাধ্যমে দিনের কাজ শুরু করতে পারেন, আবার ইশার সালাতের মাধ্যমে রাতে ঘুমের ঘরে যেতে পারেন, তাহলে দেখবেন, সুখ আপনার পায়ের কাছে চুম্বন করছে। তখন আর ঘুমানোর জন্য আপনার ডজনখানিক ঘুমের ওষুধ খেতে হবে না।

নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, আপনার হৃদয়কে জিজ্ঞেস করুন। আপনার হৃদয় কি সন্তুষ্ট (!) যদিওবা আপনার আলিশান বাড়ি নেই? আপনার হৃদয় কি সন্তুষ্ট (!) যদিওবা আপনার পছন্দের ব্র্যান্ডের গাড়ি নেই? না থাকার পরেও যদি আপনার হৃদয় সন্তুষ্ট হয়ে থাকে, তবে আপনি আসলেই ধনী। আপনিই আসল রাজা। আসল বাদশাহ। আসল সুখী। সত্যিকার হ্যাপী। কিন্তু আপনার মনে যদি জিদ থাকে, অশান্তি থাকে এসব বিষয়ে—ওয়াল্লাহি, সুখ আপনার থেকে জোজন জোজন দূরে।

আমার ভাইয়েরা, দয়া করে তাওবা করুন, ফিরে আসুন আপনার প্রভুর কাছে৷ হৃদয় দিয়ে বুঝার চেষ্টা করুন, মৃত্যু—সবার জন্য অপেক্ষা করছে৷ মৃত্যু কোনো সংখ্যা বুঝে না, বয়স বুঝে না, গায়ের রং বুঝে না, ধনী-গরীব বুঝে না৷ জাত-ধর্ম বুঝে না৷ বুঝে না যে আপনি পৃথিবীর কোন প্রান্ত থেকে এসেছেন! আপনি পূর্ব থেকে এসেছেন, নাকি দক্ষিণ থেকে৷ সে শুধু বুঝে আল্লাহর আদেশ৷ আপনি আল্লাহর আদেশ মেনে আসলে আপনাকে মুক্ত করে দিবে৷ আর না হয়, কবর নিজেকে সংকুচিত করে আপনাকে শাস্তি দিবে। কবর এমন চাপ দিবে যে, এক পাঁজরের হাড় অপর পাঁজরের মধ্যে ঢুকে পড়বে।

আপনারা হয়ত বাকের আল মোহাম্মাদের জন্য কাঁদছেন, গতকাল রাতে আপনি এবং আমরা সবাই মৃত ছিলাম৷ আল্লাহ আমাদেরকে জাগিয়ে দিয়েছেন, এটা তাঁর অনুগ্রহ৷ তাঁর দয়া৷ ভাই বাকের আর জেগে উঠেনি৷ এই যে, আপনি গতকালকে ঘুমানোর পরে আবার জেগে উঠেছেন, আপনাকে জীবিত হওয়ার এই শক্তি কে দিয়েছেন? আপনার গাড়ি দিয়েছে, নাকি আপনার বাড়ি দিয়েছে? মুখ দিয়ে বলাটা খুবই সহজ৷ কিন্তু হৃদয় দিয়ে ‘আল্লাহ’ বলাটা কিংবা অনুধাবন করাটা সহজ নয়৷ আপনাকে তিনি কেন উঠিয়েছেন? কি কারণে আবার উঠার তাওফিক দিয়েছেন তা ভাবার বিষয়৷ ওয়াল্লাহি, তিনি আপনাকে উঠিয়েছেন—তাঁর ইবাদাহ করার জন্য৷ তাঁর আনুগত্য করার জন্য। তাঁকে ইগনোর করার জন্য নয়।

এই যে এই দুনিয়া, এই জগত, এই পৃথিবী—এটা অল্প সময়ের৷ এখানের সময় নষ্ট করবেন না৷ আপনার নিখুঁত জীবনটা নষ্ট করবেন না৷ আজই হোক সেদিন, যেদিন থেকে আপনি ঠিকমত সালাত আদায় করবেন। হয়ত এখন কখনো পড়েন আবার কখনো পড়েন না৷ আজ থেকে চেষ্টা করুন, সালাত না ছাড়ার৷ বোনদেরকে বলছি, বোন! আজই হোক আপনার সেদিন, যেদিন থেকে হিজাব আরম্ভ করছেন। মাহরাম নন মাহরাম মেনে চলবেন।

বাকের আল মোহাম্মাদ থেকে আমাদের শিখতে হবে৷ কবরস্থানে এসে রোবটের মত দাঁড়িয়ে মৃত হৃদয় নিয়ে চলে গেলে চলবে না৷ এখান থেকে শিক্ষা নিতে হবে৷ আপনার জীবনে তো পরিবর্তন আনতে হবে৷ আজকে থেকে, জাস্ট এখন থেকেই৷ জীবনটা নষ্ট করবেন না৷ ওয়াল্লাহি, আপনি জানেন না জীবনটা কী হতে যাচ্ছে!

বাকের সৌভাগ্যবান ছিলেন, তিনি জানতে পেরেছিলেন, কে তার দরজায় কড়া নাড়ছে৷ বাকের সুযোগ পেয়েছিলেন তাওবা করার৷ অনুতপ্ত হবার৷ ভুলগুলো শুধরে নেবার৷ আমাদের মধ্যে বেশীরভাগ লোকের এই সৌভাগ্য হবে না৷ প্লীজ, জীবনটা নিয়ে জুয়া খেলবেন না৷ জীবনটাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলবেন না৷ জীবন

একটাই৷ ফিরে আসুন আল্লাহর কাছে৷ আপনি কেন বুঝতেছেন না যে, আপনার রব আপনাকে ভালোবাসেন৷ আপনি কোথাও সুখ পাবেন না, কোথাও শান্তি পাবেন না৷ আমি দেখেছি, শুনেছি, চেষ্টা করেছি—আপনি করে দেখতে পারেন৷ আপনি সত্যিকার সুখ কোথাও পাবেন না৷ সুখ পাবেন একজনের কাছেই; যিনি এর মালিক—আল্লাহ৷ আমরা বন্য পশুর মত হন্য হয়ে সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছি৷ আপনার ব্যক্তিগত সমস্যা (!) সমাধান—আল্লাহ৷ আপনার আর্থিক সমস্যা (!) সমাধান—আল্লাহ৷ পারিবারিক সমস্যা (!) সমাধান—আল্লাহ৷ তাই ফিরে আসুন আপনার সৃষ্টিকর্তার কাছে৷ আর কত তাঁকে এড়িয়ে চলবেন? আপনার ভালোর জন্য বলছি৷ প্লীজ, ভাই-বোন আমার। ফিরে আসুন। এখনই বদলে ফেলুন নিজেকে।[৬]

এই তরতাজা আধুনিক যুবকের পরিবর্তনের মর্মস্পর্শী বাকেরের জীবনটা আমাদের জন্য অনেক মূল্যবান শিক্ষা রেখে গেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল, জীবনটাকে বিলাসিতায় কাটিয়ে না দেওয়া। আর যেকোনো সময় জীবনে নেমে আসতে পারে মৃত্যু।

আমরা কি বাকের আল মোহাম্মাদের মত পরকালীন জীবনকে নিরাপদ করার জন্য বিশেষ কোনো উদ্যেগ নিয়েছি, অথচ আমাদের মৃত্যুক্ষণ যেকোনো সময় উপস্থিত হতে পারে।

এই পৃথিবীতে কেউ নশ্বর নন, স্বল্প সময়ের এই জীবনে মানুষের জন্য যতটুকু করা যায় আমাদের সবার তা করা উচিত। তাই আজ থেকে আমরা যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই, কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। মানুষের কল্যাণে যে জীবন বিলিয়ে দেয় কেয়ামতের দিন তিনি বুক ফুলিয়ে বলতে পারবেন, আমি মানুষের ভালো করেছি, আমার আর কোনো ভয় নেই। চিন্তা নেই।

---

[৬] মূল বক্তব্য: উস্তাদ মোহাম্মাদ হোবলস হাফিযাহুল্লাহু (অস্ট্রেলিয়ান দাঈ)। কার্টেসী: বাসিরা। পরিমার্জিত।